ফর্ম নম্বর. জে (২)

কলকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরী

২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৪৪৮৬

সুকুমার রায়

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে	:	শ্রী গৌতম কুমার দাস শ্রী দীপাঞ্জন দত্ত শ্রী ইন্দ্রানুজ দত্ত শ্রী অতনু বসু
উত্তরদাতা/ব্যাঙ্কের জন্য	:	শ্রী বিশ্বম্ভর ঝা
শুনানি	:	১৬.১১.২০২৩
রায়	:	১৬.১১.২০২৩

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীঃ

১. বর্তমান রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দুর্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক ২০১৪ সালের ১৭ই মে জারি করা যোগাযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, আপিল কর্তৃপক্ষের একটি উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্ত আহ্বান করে যে আবেদনকারীর দ্বারা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা এবং ২৮শে জুন, ২০১১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে শাস্তি আরোপকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আপিল সময়সাপেক্ষ এবং তা গ্রহণ করা যাবে না।

২. আবেদনকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল শাখা, দুর্গাপুর অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৮ জুন তিনি প্রথমে কেরানি হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের ২ নভেম্বর তিনি পাটনা জোনাল অফিসে স্কেল-১ এ অফিসার হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর

এরপর সময়ে সময়ে তাকে বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয় এবং সম্প্রতি ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে তাকে স্কেল-২ অফিসার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং প্রথমে শায়মবাজার শাখায় এবং পরে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শাখায় পদায়ন করা হয়।

৩. চাকরির সময়, আবেদনকারীকে ২রা এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে কারণ দর্শানোর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ব্যাংকের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে মেসার্স রাজকো স্টিল এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স কালি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতাদের অনুমোদিত সীমার বেশি তহবিল উত্তোলনে উৎসাহিত করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যের চেকের অস্পষ্ট প্রভাবের বিরুদ্ধে আপোস করার জন্য, যা পরবর্তীতে অপরিশোধিত অবস্থায় ফিরে আসে। যদিও আবেদনকারী যথাযথভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দিয়েছিলেন, তবুও ব্যবস্থাপনা তার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না পেয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিবাদী/ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে জারি করা একটি যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে এই তথ্য জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে, আবেদনকারীকে ১৭ মার্চ, ২০১০ তারিখের একটি অভিযোগপত্র দেওয়া হয়, যাতে রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ৪ জুলাই, ২০০৭ থেকে ১৮ মার্চ, ২০০৯ সালের মধ্যে ৮টি অসদাচরণের অভিযোগ আনা হয়।

৪. আবেদনকারী তখন থেকে, উপরোক্ত অভিযোগ স্মারকলিপিতে তার লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতি দাখিল করেছিলেন। আবেদনকারীর মতে, তিনি কোনও হেরফের করেননি এবং সিস্টেম দ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রতিফলিত এবং প্রদর্শিত বিবরণ থেকে এই তথ্যটি নিশ্চিত হবে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, ১৮ই মার্চ, ২০১১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন আবেদনকারীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুসারে

উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮টি অভিযোগের মধ্যে শুধু ৫ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও বাকি অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়েছে। আবেদনকারী তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ এবং অনুসন্ধানগুলি অস্বীকার করে তথাকথিত অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রতিবেদনের পক্ষে যথাযথভাবে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন।

৫. আবেদনকারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষ অবশ্য আবেদনকারীর দাখিল এবং তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সাথে একমত হয়ে ২৮ শে জুন, ২০১১ তারিখের একটি চূড়ান্ত আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শাস্তি প্রদান করেছিল :

> ***"সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ (শৃঙ্খলা ও আপিল) প্রবিধান, ১৯৭৬-এর প্রবিধান ৪ (জি) এর অধীনে নিম্নতর পদে অর্থাৎ এমএমজিএস -২ থেকে ক্লার্কে হ্রাস"***

৬. আবেদনকারীর মতে, উপরোক্ত আদেশটি পাস করার ফলস্বরূপ, ২৬ শে জুলাই ২০১১ তারিখের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীর বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট শ্রী দত্ত জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ (আচরণ) প্রবিধান, ১৯৭৬ (এর পরে উক্ত প্রবিধান হিসাবে উল্লিখিত) দ্বারা পরিচালিত হয়। পূর্বোক্ত প্রবিধান আবেদনকারীর বিভাগীয় আপিল পছন্দ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। তদনুসারে, প্রবিধান ১৭ অনুসারে, আবেদনকারী ১ মার্চ, ২০১৩ এ একটি আপিল পছন্দ করেছিলেন। স্বীকার্য, উল্লিখিত আপিলটি আপিল দায়ের করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে দায়ের করা হয়েছিল।

৭. শ্রী দত্ত দাখিল করেছেন যে উপরোক্ত আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারী ৩১শে মার্চ, ২০১৩ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তার অবসর গ্রহণের পর, কর্তৃপক্ষ অন্যথায় বাধ্য হয়ে, তার অবসরকালীন সুবিধাগুলি বিতরণ করেছিল। শুধুমাত্র ১৭ই মে, ২০১৪ তারিখে ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার কর্তৃক জারি করা একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল যে

তার দায়ের করা আপিল সময়সীমার কারণে খারিজ করে দেওয়া হয়। শ্রী দত্তের মতে, আবেদনকারী আপিল করার সময় যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কেন আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল করতে পারেননি।

৮. এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, উক্ত প্রবিধানের ২১ নং ধারা যথাযথ ক্ষেত্রে 'যোগ্য কর্তৃপক্ষকে বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করে। দুর্ভাগ্যবশত, আপিল দাখিলের তারিখ থেকে দেড় বছরেরও বেশি সময় পরে, আবেদনকারীকে আপিল খারিজের তথ্য জানানোর সময়, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও কারণ দেওয়া হয়নি যে, আবেদনকারী কর্তৃক বিলম্বে আপিল দাখিলের জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, ব্যাখ্যাটি পর্যাপ্ত নয়। আবেদনকারীর মতে, উপরোক্ত যোগাযোগটি একটি গোপন যোগাযোগ এবং মূল আদেশটি কখনও আবেদনকারীর উপর জারি করা হয়নি। উপরোক্ত যোগাযোগ/আদেশ বহাল রাখা যাবে না এবং তা বাতিল করা উচিত এবং উপরোক্ত মামলাটি আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো উচিত যাতে তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে এই বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৯. অন্যদিকে, বিবাদী/ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ঝা, আজ আদালতে একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করে, যা রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে, দাখিল করেছেন যে বর্তমান রিট আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। তার মতে, আবেদনকারী তার অবসরকালীন পাওনা গ্রহণ করার পর, আপিল কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন তোলার অনুমতি দেওয়া যাবে না। স্বীকার করা হচ্ছে যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ২৮শে জুন, ২০১১ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ কার্যকর হয়েছিল। উক্ত চূড়ান্ত আদেশ কার্যকর করা হয়েছিল। আবেদনকারী চূড়ান্ত আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে, আবেদনকারী ২০১৩ সালে দেরিতে আপিল দায়ের করেছিলেন। শ্রী ঝা-এর মতে,

আবেদনকারীর দেওয়া ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত এবং এই কারণেই আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে।

১০. তাঁর যুক্তির সমর্থনে, শ্রী প্রতাপ রায় বনাম কলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যরা মামলায় ২০১৭ সালের ডব্লিউপি নং ৩০১০৮ (ডব্লিউ) মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। তার মতে, বর্তমান রিট আবেদনটি খরচসহ খারিজ হওয়ার যোগ্য।

১১. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটদের কথা শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি। স্বীকার করতেই হবে, এই মামলায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে আবেদনকারী চাকরিতে থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্র শুরু করা হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত ২৮ শে জুন, ২০১১ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে আবেদনকারীকে উপরে উল্লিখিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শেষ হয়।

১২. উপরোক্ত শাস্তি, উক্ত প্রবিধানের ৪ নং ধারার সাথে পড়া, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে উক্ত শাস্তি উক্ত প্রবিধানের অর্থের মধ্যে একটি বড় শাস্তি। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উক্ত প্রবিধান কর্মকর্তা কর্মচারীদের শাস্তির যেকোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার প্রদান করে। তবে, প্রবিধান ১৭(২) এ বলা হয়েছে যে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে আপিল করা হবে। একই সাথে, মিঃ দত্তের যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত প্রবিধানের ২১ নং ধারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযথ এবং পর্যাপ্ত কারণে অথবা পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হলে, এই প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় যেকোনো কিছুর জন্য উপরোক্ত প্রবিধানে নির্দিষ্ট সময় বাড়ানোর বা বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করে।

১৩. স্বীকার্য, এই ক্ষেত্রে, এটি লক্ষ্য করা যায় যে যখন আপিল দায়ের করা হয়েছিল, তখন আবেদনকারী চাকরিতে ছিলেন। যদিও, শ্রী ঝা দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী তার অবসরকালীন সুবিধা গ্রহণ করেছেন, আপিল কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে, আমি এটি গ্রহণ করতে অক্ষম।

১৪. যখন আবেদনকারীর পক্ষে অবসরকালীন সুবিধা বিতরণ করা হয়েছিল, তখন আবেদনকারী ইতিমধ্যে আপিলটি পছন্দ করেছিলেন। এই ধরনের আপিল অবশ্য মুলতুবি রাখা হয়েছিল এবং আপিল কর্তৃপক্ষ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সিদ্ধান্ত নেয়নি, কমপক্ষে আবেদনকারীকে তার অবসর গ্রহণের সময় বা তার অবসরকালীন সুবিধা বিতরণের আগে আপিল খারিবিচারপতির কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। ১৭ মে ২০১৪ তারিখে, অর্থাৎ প্রায় ১ বছর ২ মাস পরে ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার একটি যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবহিত করেন:

> "উপরোক্ত প্রসঙ্গে আমরা আপনাকে জানাতে পারি যে শ্রী রায় দ্বারা পছন্দসই ০১.০৩.২০১৩ তারিখের আপিল বিষয়ে কেন্দ্রীয় অফিসের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ।
>
> ১) শ্রী রায়ের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ মামলার চূড়ান্ত আদেশ ২৮.০৬.২০১১ তারিখে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।
>
> ২) শ্রী রায় কেবলমাত্র ০১.০৩.২০১৩ তারিখে অর্থাৎ ৪৫ দিনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে এই বিষয়ে তার আপিল জমা দিয়েছেন।
>
> ৩) সুতরাং আপিলের সময়সীমা বহাল রয়েছে এবং তা গ্রহণ করা যাবে না।"

১৫. আপিল কর্তৃপক্ষের মূল আদেশটি আবেদনকারীকে কখনও দেওয়া হয়নি। শ্রী ঝা অন্য কোনও নথিও দেখাতে পারেননি। তিনি জমা দিয়েছেন যে আপিল খারিজ হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত যোগাযোগটি একমাত্র উপলব্ধ নথি হতে পারে।

১৬. যদিও আপিল কর্তৃপক্ষকে বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারী বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করার পরেও, উপরোক্ত যোগাযোগে কোনও কারণ প্রকাশ করা হয়নি

কেন আপিলটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিলম্ব মওকুফ করতে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি বলে মনে হয়। আবেদনকারীর দেওয়া ব্যাখ্যার অপর্যাপ্ততার বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের কোনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি, প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর দেওয়া ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা না করা এবং বিলম্ব মকুফ করার এখতিয়ার প্রয়োগে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে, কারণ, যোগাযোগটি এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে একটি সময়সীমাবদ্ধ আপিল গ্রহণ করা যাবে না।

১৭. এটা সুনিশ্চিত যে, একটি বিচক্ষণতাও বিচার্যভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার্যভাবে বিচক্ষণতা প্রয়োগের অভাবে, উপরোক্ত আদেশ বহাল রাখা খুবই কঠিন। উপরোক্ত আদেশটি উক্ত প্রবিধানের ২১ নং ধারার অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণেও ভুগছে। যদিও, শ্রী প্রতাপ রায় (উপরে) মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে মিঃ ঝা এই আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে রিট আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়, তবে আমি লক্ষ্য করছি যে, উক্ত মামলার তথ্য এই মামলার তথ্য থেকে ভিন্ন। উপরোক্ত মামলায়, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের পর, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তার অবসরকালীন পাওনা গ্রহণ করেছিলেন এবং কেবলমাত্র, তারপরে, কোনও বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের না করেই, এই আদালতের অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন।

১৮. পূর্বোক্ত বাস্তবিক পটভূমিতে, সমন্বয় বেঞ্চ স্থগিতাদেশের নীতি প্রয়োগ করার সময় রায় দিয়েছে যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এখানে তা প্রযোজ্য নয়। স্বীকার করতেই হবে, আবেদনকারী একটি বিভাগীয় আপিল করেছিলেন যা আবেদনকারীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় বিচারাধীন ছিল।

অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের ফলস্বরূপ অবসরকালীন পাওনা পাওয়ার অধিকার একটি আইনী অধিকার এবং অন্যথায় উত্তরদাতারা অবসর গ্রহণের পাওনা বিতরণ করতে বাধ্য ছিলেন, আপিল মুলতুবি থাকা সাপেক্ষে, যা এই ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত রায় উত্তরদাতা/ব্যাংককে সহায়তা করে না।

১৯. পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, শ্রী ঝা দ্বারা উত্থাপিত আপত্তি ব্যর্থ হয় কারণ এটি আইনে সমর্থন যোগ্য নয়। উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য, আবেদনকারীর আপিল খারিজ করার বিষয়ে রেকর্ডে থাকা একমাত্র যোগাযোগ হিসাবে ১৭ ই মে, 2০১৪ তারিখের যোগাযোগটিও টিকিয়ে রাখা যায় না এবং এটি একপাশে সরিয়ে রাখা হয় এবং বাতিল করা হয়। রিট আবেদনের দীর্ঘ মুলতুবি থাকার বিষয়টি আরও লক্ষ্য করে, আমি মনে করি যে আপিল অগ্রাধিকারে বিলম্বকে ক্ষমা করার প্রশ্নটি পুনরায় শুনানির জন্য আপিল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে এই পর্যায়ে কোনও ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য পরিবেশিত হবে না।

২০. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং নির্ধারিত সময়ের পরে আপিল দাখিলের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপিল দাখিলে বিলম্বের যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব, আমি আপিল কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর আপিলের যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি এবং এই আদেশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিচ্ছি।

২১. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই আদালত আপিলের যোগ্যতার মধ্যে যায়নি এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত কোনও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপিলটি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।

২১. সে অনুযায়ী ২০১৪ সালের ডব্লিউপিএ ২৪৪৮৬ ধারায় রিট আবেদনটি **নিষ্পত্তি করা হয়।**

২২. খরচের ব্যাপারে কোনো আদেশ দিতে হবে না।

২৩. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে কাজ করবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

শাশ্বত

সহকারী রেজিস্ট্রার (আদালত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal